‘পদাতিক পত্রিকার প্রতি অভিনন্দন

‘পদাতিক

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পদাতিকের দল বড় বড় যুদ্ধ জয় করে। তারাই পথ তৈরি করে জলাজঙ্গল পাহাড় কেটে, তারাই নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করে; শেষে যুদ্ধ জয় হোলে বড় বড় রাজা সেনাপতিদের নাম বেরোয় চারিধারে, পদাতিক যে অজ্ঞাত সে অজ্ঞাতই থেকে যায়। তার নাম কোনোদিন কেউ শোনেও না।

সাহিত্যের পদাতিক আজ যাত্রাপথে বাড়াল। হয়তো সে পথের সামনে পড়বে বিস্তীর্ণ জলাভূমি, হয়তো ঊষর মরুদেশ, হয়তো অরণ্যানী। পথিকৃৎ আনন্দ পায় দুর্গমকে জয় করতে, সেই আনন্দ তাকে নতুন পথে নিয়ে গিয়ে ফেলে, নব নব মহাদেশের বেলাভূমি জেগে ওঠে অজানা মহাসাগরের দূর প্রান্তে।

পদাতিকের জয় হোক। নাই বা বেরুল তাদের নাম খবরের তাদের নাম খবরের কাগজে, রথের ধ্বজায়, বাজারের জিনিসের সরস বিজ্ঞাপনে। চির-সুন্দরের পানে ওরাই চলে পথ কেটেকেটে।

[পদাতিক (সাপ্তাহিক)। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, ২৬শে জানুয়ারি ১৯৫০, বৃহস্পতিবার, ১২ই মাঘ ১৩৫৬, পৃ. ২. স্তম্ভ ৩। সম্পাদক প্রবোধকুমার সান্যাল]

[পদাতিক “সাপ্তাহিক” পত্রিকার পরিচালক সঙ্ঘের অন্যতম ছিলেন বিভূতিভূষণ। এই সচিত্র সংবাদ সাপ্তাহিকের পরিচালকবৃন্দের অন্যেরা ছিলেন ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (লালগোলা), অমল হোম, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী, প্রবোধকুমার সান্যাল। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ‘নবভারতী লিমিটেডে’র ‘প্রথম অর্ঘ্য’ ছিল এই পত্রিকাটি। সম্পাদক ছিলেন প্রবোধকুমার সান্যাল। রচনাটি দেবপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

—নির্বাহী সম্পাদক]